সূরা আল-ইখলাসের তাফসীর

قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ (١) اَللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (٤)

১। বল, তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয় ।

২। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী ।

৩। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি ।

৪। আর তার কোন সমকক্ষও নেই ।

<u>শব্দার্থঃ</u>

আহাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সুন্দরতম নাম, গুণাবলী, রব এবং ইলাহ হিসাবে একক ।
সামাদঃ গোটা সৃষ্টিজগত সর্বদা এবং সকল প্রয়োজনে যার মুখাপেক্ষী, অথচ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন ।

<u>নাজিলের কারণঃ</u>

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়াহুদীরা বলত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উজায়ের এর ইবাদত করি। নাসারারা বলত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র মাসীহ এর ইবাদত করি। অগ্নিপূজকরা বলত, আমরা চাঁদ এবং সূর্যের ইবাদত করি আর মুশরিকরা বলত, আমরা আমাদের প্রতিমার ইবাদত করি। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল করে বললেন, বলুন তিনি আল্লাহ্, এক .....

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্র রাসূল সাঃ এর নিকট মুশরিকরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বংশ পরিচয় জানতে চাইল, এর জবাবে আল্লাহ্ পাক সূরা ইখলাস নাযিল করেন। (আহমাদ, তীরমিজী)

<u>এই সূরার শিক্ষা</u>

১। আল্লাহ্ তায়ালাকে তার নাম ও গুণাবলী সহ জান ।

২। তাওহীদ বা একত্ববাদের স্বীকৃতি ।

৩। আল্লাহ্ তা'আলা কারো পিতা হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ।

৪। সকল প্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, কারণ সৃষ্টির ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তিনিই আর কেউ নয় ।

<u>প্রশ্নোত্তর</u>

১। সূরা ইখলাসের মূল বক্তব্য কি ?

২। এই সূরা থেকে কি কি শিক্ষা পাওয়া যায় ?